পীটার ব্লাও-এর বিনিময় ও শক্তি তত্ত্ব

(Exchange and Power Theory of Peter Blau)

সামাজিক বিনিময় সম্পর্কে সমাজতত্ত্বের চিন্তাবিদদের মধ্যে ব্লাও-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হোমান্স যে সকল প্রস্তাবনা বা বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন তাদেরকেই ভিত্তি বানিয়ে ব্লাও সামাজিক বিনিময়ের কাঠামোমূলক প্রেক্ষিতের সাথে যুক্ত করবার প্রচেষ্টা করেন। অনেক সময় এটি বলা হয় যে যেখানে হোমান্স শেষ করেছেন সেখান থেকেই ব্লাও শুরু করেছেন। অর্থাৎ হোমান্স বিনিময় তত্ত্বের ক্ষেত্রের পরিধি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমিত রাখেন। ব্লাও তাকে বৃহৎ ও জটিল সমাজের প্রেক্ষিতে অধ্যয়নের জন্য প্রচেষ্টা করেন। হোমান্স বিনিময় তত্ত্বকে আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক পর্যন্ত প্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু ব্লাও এই সম্পর্ককে গোষ্ঠী, জাতীয় এবং আন্তঃনাতিক স্তর প্রদান করেছিলেন। ব্লাও তার সামাজিক বিনিময় ব্যবহারের তত্ত্বে সামাজিক ব্যবহারাবাদ এবং সামাজিক তথ্যবিদ্যার সংমিশ্রণ ঘটান। ব্লাও-এর উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণকারী সামাজিক প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে সমাজের কাঠামোকে বোঝা। ব্লাও-এর উদ্দেশ্য হোমান্সের সামাজিক জীবনের প্রারম্ভিক দিক থেকে সরে গিয়ে জটিল সামাজিক কাঠামোকে বোঝা। হোমান্স ব্যবহারের স্তর পর্যন্ত সীমিত ছিলেন, অন্যদিকে ব্লাও একে বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথ বলে মনে করেন। যদিও ব্লাও-ও এই তত্ত্বের প্রারম্ভ সেই মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে করেন যার দ্বারা হোমান্সও ঘটনার বিশ্লেষণ করেন। তবু উভয়ের তত্ত্বের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

ব্লাও এবং সামাজিক বিনিময় (Blau and Social Exchange):

ব্লান্ড-এর মতানুসারে বিনিময় প্রক্রিয়া মানুষের অধিকাংশ ব্যবহারকেই নির্দেশ করে এবং এই ব্যক্তিগণ এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি। ব্লাও তাঁর তত্ত্বের চারটি স্তর বা চরণের পদক্ষেপের উল্লেখ করেছেন, যে আন্তঃব্যক্তি বিনিময় থেকে শুরু হয়ে সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যান।

1. প্রথম স্তর বা প্রথম পদক্ষেপঃ এই স্তরে ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় শুরু হয়।

2. দ্বিতীয় স্তর বা দ্বিতীয় পদক্ষেপ: বিনিময়কারীদের মধ্যে পরিস্থিতি এবং ক্ষমতার প্রভেদ উৎপন্ন হয়।

3. তৃতীয় স্তর বা তৃতীয় পদক্ষেপ: এই স্তরে বৈধতা এবং সাংগঠনিক একতার জন্ম হয়।

4. চতুর্থ স্তর বা চতুর্থ পদক্ষেপ: বিরোধিতা ও পরিবর্তনের জন্ম হয়।

ব্লাও এখনও অবধি যা বলেছেন, তা আমরা নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করতে পারি।

1. সামাজিক অন্তঃক্রিয়াতে যে ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন তার থেকে তিনি পুরস্কার লাভ বা মানসিক পরিতৃপ্তি লাভকরে থাকেন।

2. কোনও সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবার পর ব্যক্তি যত বেশি পুরস্কার লাভ করেন, সেই ক্রিয়া ব্যক্তিকে তত আকৃষ্ট করতে থাকে এবং ব্যক্তি সেই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটান।

3. যখন কোনও বাক্তিকে কোনও বিশেষ মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ফলে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পুরস্কার দেওয়া হয় তখন সেই ক্রিয়ার মাত্রা ধীরে ধীরে কমে আসে।

4. যে ব্যক্তি সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে লাভ পেয়ে থাকেন, তার কাছে প্রত্যাশা করা হয় যে তিনি অন্যদেরও লাভ দিতে সাহায্য করবেন।

5. পারস্পরিক দায়িত্ব সামাজিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে এবং সামাজিক একতার পথ প্রশস্ত করে

6. যখন সমাজে পারস্পরিক দায়িত্ব (Resiprocal obligations)-এর উল্লঙ্ঘন করা হয় তখন লাভ থেকে বঞ্চিত পক্ষ নিষেধমূলক বা নেতিবাচক নির্দেশ বা শাস্তি দেওয়ার কথা ভেবে থাকে।

<u>সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিনিময়ে প্রভেদ</u>:

হোমান্স সামাজিক বিনিময় ও অর্থনৈতিক বিনিময়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ করেন নি। কিন্তু ব্লাও এই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ দেখিয়েছেন।

1. প্রথমত, সামাজিক বিনিময়ে দায়িত্ব সুস্পষ্ট এবং নিশ্চিত হয় না বরং কৃতজ্ঞতা, দায়িত্ব এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের আবেগ নিহিত থাকে। সেখানে অর্থনৈতিক বিনিময়ে প্রাতিষ্ঠানিক বোঝাপড়া হয়ে থাকে। যার ফলে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বস্তুর আদান-প্রদান করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এক ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহে তার বন্ধু ঘড়ি উপহার দিলেন, এবারে সেই বন্ধুর পুত্র বা কন্যার বিবাহে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে কোনও না কোন উপহার প্রত্যাশা করা হবে। এটি উভয়ের মধ্যে দায়িত্ব, কৃতজ্ঞতা এবং বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিনিময়ে টাকা প্রদানকারী ব্যক্তি বল প্রদানকারী থেকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ফলাফল কামনা

করে, ততটাই ফিরে না পেলে পয়সা ফেরত নিতে পারেন। এইভাবে সামাজিক বিনিময়ে নৈতিকতা এবং অর্থনৈতিক বিনিময়ে বোঝাপড়া যুক্ত হয়ে থাকে।

2. দ্বিতীয়ত, সামাজিক বিনিময়ে লাভের দাম একবারে সমানরূপে নির্ধারিত হয় না। অন্যদিকে অর্থনৈতিক বিনিময়ে আদান-প্রদান সমান হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ এটি আবশ্যক নয় একজন বন্ধু অপর বন্ধুর বাচ্চার জন্মদিনে যত

3. তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক বিনিময়ের তুলনায় সামাজিক বিনিময় অধিক ব্যক্তিগত হয়।

4. চতুর্থত, সামাজিক বিনিময়ে সম্পর্ক, মিত্রতা এবং পারস্পরিকতার কুড়ি পাওয়া যায়, যেখানে অর্থনৈতিক বিনিময়ে এর অভাব পাওয়া যায় বা এর মাত্রায় কমতি দেখা যায়।।

বিনিময়ের সামাজিক প্রেক্ষিত (Social Context of Exchange):

ব্লাও সামাজিক বিনিময়ের সামাজিক প্রেক্ষিতের ব্যাখ্যা নিম্নরূপে করেছেন।

1. সামাজিক বিনিময় ব্যক্তিগণের ভূমিকা এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন-বন্ধু, পিতা-পুত্র বা স্বামী-স্ত্রীর বিনিময় তার পরিস্থিতি এবং ভূমিকার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

2. গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ আদান-প্রদানের ক্রিয়া ওই গোষ্ঠীর বিনিময়ের দরকে প্রস্তুত করে। গোষ্ঠীর চাপ বিনিময়কারী ব্যক্তি গোষ্ঠীর বিনিময় ব্যবস্থার প্রতিপালনের জন্য বাধ্য থাকেন।

3. সমাজে দুর্বল ব্যক্তির সাথে ক্ষমতাশীল ব্যক্তির বিনিময়ের সময় যাতে শোষণ না হয় তাই দুর্বল ব্যক্তিগণ নিজ মধ্যে সুসংগঠিতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং শক্তিশালী ব্যক্তিদের প্রতিরোধ করে।

4. বিনিময় ব্যবস্থা সমাজে ক্ষমতার বৈষম্য উৎপন্ন করে। সমাজে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণ অন্যান্য ব্যক্তিকে উচিত প্রতিদান ছাড়াই তাকে তার শ্রম নিয়োগ করতে বাধ্য করে, যাতে তারা ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের সেবা করতে পারে। যদিও এরও আশঙ্কা থাকে, যে যদি দুর্বল মানুষ সংগঠন তৈরি করে শক্তিশালীকে নষ্ট না করে দেয়।

5. অন্তিমে, সামাজিক পরিস্থিতি অন্যান্য ব্যক্তির আদান-প্রদান করবার ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে।

সামাজিক বিনিময় এবং ক্ষমতার উদয়:

পীটার ব্লাও সামাজিক বিনিময়ের পরিস্থিতি (Conditions) উল্লেখ করবার পর তিনি কিভাবে বিনিময় সম্পর্কের থেকে ক্ষমতার বৈষম্য জন্ম নেয়, দেখাবার চেষ্টা করেন।জব্লাও অনুসারে, সমাজে কিছু এমন কাজ থাকে যা সম্পন্ন করবার জন্য অন্যের বা অন্য ব্যক্তির সাহায্য নিতে হয়। সমাজে সংখ্যালঘু কিছু ব্যক্তির এই কর্ম প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ থাকে। অন্যান্যদের তুলনায় এরা অধিক ক্ষমতাশীল হয় কারণ, অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাবার প্রক্রিয়ার ওপর এদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। এইভাবে যে সকল চাহিদার প্রয়োজন তাদের একপাক্ষিক পূরণ ক্ষমতার উৎসের জন্ম দেয়। সমাজে সেইসকল ব্যক্তি যারা আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন, পরবর্তীকালে সমাজের সর্বশক্তিশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন। এইভাবে আবশ্যক সামগ্রীর বিনিময়ের বৈষম্য সমাজে ক্ষমতার জন্ম দেয়। সমাজে যে লোক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্ষেত্রে অধিকার কায়েম করে নেয়। এই অধিকারই সামাজিক ক্ষমতার উৎস হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তার কাজের বা এমের লাভকারীর সাথে এই শর্ত পায় যে অন্য ব্যক্তিকে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা শ্রমের লাভ তখনও পাবে, যখন তারা নিজেরা সেই ব্যক্তির শর্ত পালন করবে। ক্ষমতাশীল বাক্তির চাহিদা ও তার চাহিদাপূরণ সেই ব্যক্তিরা উচিত বা ন্যায়পূর্ণ বলে মেনে নেন যারা তার থেকে লাভ পেয়ে থাকেন। এইভাবে ক্ষমতার সামগ্রিক স্বীকৃতি ক্ষমতার বৈধতা প্রদান করে। ক্ষমতা অস্তিত্ব তখনই প্রমাণিত হয় যখন বিনিময়কারী একপক্ষ অন্যপক্ষের থেকে নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য সকল প্রকারের সুবিধা ছিনিয়ে নেন বা নিয়মিত রূপে শাস্তির ভয় দেখায়। ক্ষমতার অর্থ শুধুমাত্র শারীরিক বলপ্রয়োগই নয়, বিশুদ্ধ দমনে শক্তিহীন পক্ষ শাস্তির ভয় বা সুবিধা ছিনিয়ে নেওয়ার ভয়ে বিনিময়ে সংলগ্ন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বিশুদ্ধ শারীরিক দমনে এক ব্যক্তিকে কারাগারে কালকূটরিতে আটকে দেওয়া হয়। এখানে বাক্তি ক্ষমতার সামনে সরাসরি মাথা নত করবার থেকে নিজের স্বাধীনতাকে ত্যাগ করা অধিক উচিত বলে মনে করেন। এটি ক্ষমতার উদাহরণ নয়, ক্ষমতার ক্ষেত্রে বিনিময় ক্রিয়া চলতে থাকে, শারীরিক দমনে নয়।

সামাজিক বিনিময় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্লাও সামাজিক মূল্যবোধের উল্লেখ করেছেন। সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক বিনিময়ের ভিত্তি। এর দ্বারাই সামাজিক বিনিময় প্রক্রিয়া অবিরত চলতে থাকে। সামাজিকীকরণ দ্বারা সামাজিক মূল্যবোধের সমাবেশ করা হবে না তাকে গ্রহণ করা হবে। সামাজিক বিনিময় ততই ভারসাম্য কায়েম হবে, মূল্যবোধ সামাজিক সদস্য দ্বারা স্বীকৃত হয়ে থাকে।

ব্লাও, পারসন্সের আকার-ভিন্নতা (Pattern Variables)-এর তত্ত্বের ভিত্তিতে মূল্যবোধকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন-বিশেষ মূল্যবোধ (Particularistic Values) বা সার্বজনীন মূল্যবোধ (Universal Values)। বিশিষ্ট বা বিশেষ মূল্যবোধ সমাজে একতা ও সাংগঠনিক দৃঢ়তা প্রদান করে। এটি সমাজের

সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম এবং আকর্ষণের জন্ম দেয়। সমাজের পারস্পরিকতার চিন্তাভাবনাকে আরও সুদৃঢ় বানায় এবং সমাজের মানুষকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করে।

সমাজে বিশেষ মূল্যবোধের সাথে সর্বব্যাপী সার্বজনীন মূল্যবোধও পাওয়া যায়। সার্বভৌমিক মূল্যবোধ, সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবোধকে একটি প্রমাণ মূল্যবোধের সূত্রে বেধে দেয়। এই মূল্যবোধ সমাজে বিভেদীকরণ এবং বিনিময়ের উদ্দেশ্যরূপে কাজ করে। এটি পুরস্কারের বৈষমা এবং উচিত বন্টনকে সম্ভবপর করে। এইভাবে এর দ্বারা সমাজে একটি সংস্থাপিত স্তরীকরণ এবং শ্রেণিবদ্ধতার ব্যবস্থা জন্ম নেয়।

ব্লাও-এর মতে সমাজে সর্বদা একত্রীকরণ পাওয়া যায় না, বরং একতার সাথে বিভিন্ন কারণে প্রতিরোধও গড়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতে ব্লাও আরও দুই প্রকারের মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করেছেন ঐতিহ্যপূর্ণ মূল্যবোধ (Legitimate Values) এবং বিরোধী মূল্যবোধ (Opposition Values), ঔচিতাপূর্ণ মূল্যবোধ কোনও ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য পাওয়া যায় না বরং কোনও পদ, শ্রেণি বা অফিসের জন্য পাওয়া যায়। এই মূল্যবোধ সমাজে ক্ষমতা সংরক্ষণকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে তাকে বৈধাতা প্রদান করে। সমাজে ঔচিতাপূর্ণ মূল্যবোধের সাথে বিরোধী মূল্যবোধও পাওয়া যায়। সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধের জন্য সমাজে কিছু শ্রেণি বা লোক যেমন থাকেন যাদের কষ্ট পেতে হয় এবং তারা বহু সুবিধা ও লাভ থেকে বঞ্চিত থাকেন। গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি সমাজের এই ঔচিতাপূর্ণ মূল্যবোধের বিরোধিতা করেন তাদের সমাজের জন্য অনুচিত ও অন্যায়পূর্ণ বলে মনে করা হয়। অতএব তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের পরিবর্তে নতুন মূল্যবোধ নির্মাণ করে, তারা বিরোধী মূল্যবোধকে আলিঙ্গন করে নেয় এবং নবীন মূল্যবোধের ঔচিত্যকে প্রমাণ করবার জন্য চেষ্টা করেন এবং তার জন্য সংঘাতে লিপ্ত হন এবং নিজের সংঘাতকে বৈধ প্রমাণ করবার জন্য প্রচেষ্টা করেন। বিরোধী মূল্যবোধ সেই সমাজব্যবস্থার মূল্যবোধকে বিরোধিতা করে যেখানে ন্যায়পূর্ণ সামাজিক বিনিময় এবং বন্টন ব্যবস্থা প্রচলিত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, জাতিব্যবস্থার পরম্পরাগত মূল্যবোধ (ঔচিত্যপূর্ণ মূল্যবোধ) একটি জাতির উঁচু-নিচুর ধারণাকে উচিত বলে মনে করে। এখানে নীচু সম্প্রদায়ের মানুষদের বহু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তাই এই পরম্পরাগত মূল্যবোধকে শেষ করবার জন্য এবং নবীন সাম্যের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্ন জাতির মানুষরা সংঘাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং সাম্যের নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ব্লাও বিনিময় সম্পর্কের ক্রিয়াবাদী পর্যালোচনা (Functional analysis)-ও করেছেন। যতই বিনিময়ের মধ্যে বিভেদীকরণের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং ততই সামাজিক, একত্রীকরণ বৃদ্ধির জন্য সাধারণ মূল্যবোধ এবং মানদণ্ডউৎপন্ন হতে থাকে। সর্বপ্রথমে পারস্পরিকতার মানদণ্ড পুরস্কার প্রাপককে প্রতিদান (Repay) জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সামাজিক মূল্যবোধ এবং মানদন্ড মানুষের মনে একের অপরের ভিন্ন পরিবেশ বা পরিস্থিতির জন্ম দেয়। পরিস্থিতির ভিন্নতার দ্বারা পারস্পরিকতার সূত্র আরোও মজবুত

হয়। এইভাবে সমাজে এমন ক্ষমতা বা শক্তি স্থাপিত হয় যা তদারক করে, ব্যক্তি স্ব স্ব পরিস্থিতিতে নিজের ভূমিকা পালন করছে কিনা, এতে সমাজে একতাবোধের সঞ্চার ঘটে। যে সকল সংগঠন, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সামাজিক স্বীকৃতি পায় তারা বৈধ বলে পরিচিত হয়। যে সকল সংগঠন এবং মানদণ্ডকে সমাজের স্বীকৃতি দেওয়া হয় তারা বৈধ হয় এবং যে সকল সম্পর্ক এবং মানদন্ড সামাজিক স্বীকৃতি পায় না এবং সমাজে প্রচলিত নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করে, তাকে অবৈধ বলে।

ব্লাও, সামাজিক বিনিময়ে দ্বন্দ্বমূলক সংঘর্ষের উল্লেখ করেছেন। ব্লাও বলেছেন যে, বিনিময় ব্যবস্থার ফলে সমাজে ভারসাম্যহীনতা, অসন্তোষ, বিদ্রোহ কেন ও কিভাবে জন্ম নেয়। ব্লাও বলেন যে, সামাজিক বিনিময় ব্যবস্থায় সমাজ সামাজিক মূল্যবোধ ও মানদণ্ডকে স্থায়িত্ব প্রদান করে একে একটি সাংগঠনিক রূপ প্রদান করে, কিন্তু সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সমাজে মতৈক্য এবং একত্রীকরণের সাথে সাথে সমাজে অসন্তোষ, বিঘটন, সংঘর্ষ এবং সামাজিক বিপ্লবের বীজ বপন করে।

সংস্থাকৃত মূল্যবোধের ব্যবস্থা বিনিময় ব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট করে, একতাসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করে। কিন্তু সমাজে কিছু মূল্যবোধ বিপরীতার্থক হয় যাদের ব্লাও বিরোধী মূল্যবোধ Opposing values) বলেন, এদের সামাজিক স্বীকৃতি থাকে না। বিরোধী মূল্য প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের বিরোধিতা করে, তারা সমাজে অসহযোগিতার সম্মার করে এবং প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে সমাজবিরোধী শোষক এবং অন্যায়পূর্ণ ঘোষণা করে। এইভাবে সমাজে কিছু মূল্যবোধ একতা, মতৈক্যতা, সাংগঠনিক দৃঢ়তা প্রদান করে; সেরকমই বিরোধী মূল্যবোধ সমাজে বিরোধ, অসন্তোষ, ভারসাম্যহীনতা ও বিদ্রোহের জন্ম দেয়। বিরোধী মূল্যবোধের আধিক্য সমাজ বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়। সমাজে যে ব্যক্তি পরিবর্তন আনতে ইচ্ছুক তারা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও মানদণ্ডের বিরুদ্ধে গিয়ে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পরে।

ব্লাও-এর মতে সমাজে সামাজিক সংস্থার স্বীকৃতি এবং প্রতিপালন তখনও পর্যন্ত থাকে, যতক্ষণ সমাজে ন্যায়োচিত বিনিময় সংগঠিত হয়। যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ এবং মানদণ্ড দ্বারা শোষণ, অসন্তোষ এবং অন্যায় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলে তাদের বিরোধিতা বাড়তে থাকে, সংঘাতের সৃষ্টি হয় এবং তা বিপ্লবের আকার ধারণ করে। প্রত্যেক সমাজেই পরম্পরাগত মূল্যবোধ এবং বিরোধী মূল্যবোধ দেখতে পাওয়া যায়। উভয়ের মধ্যেই ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু যখন সমাজে বিরোধী মূল্যবোধ শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন সমাজে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়, যা বিপ্লবের জন্ম দেয়। এই বিরোধী মূল্যবোধ প্রথমে মানুষের মনের মধ্যে পরিবর্তন আনে। তারপর তার ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন আনে। ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করে, সমাজের মধ্যে ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি হলেও বহুদিন পর্যন্ত তা স্থায়ী থাকে না। পুনঃভার সাম্য (re-equilibrium) ক্ষমতার দ্বারা পুনরায় শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

ব্লাও-এর তত্ত্বের সমালোচনা (Citicism of Blau's Theory):

ব্লাও-এর সামাজিক বিনিময়ের তত্ব পরীক্ষা করতে গিয়ে একেহ বলেন যে ব্লাও-এর বিনিময় তত্ব ব্যক্তিবাদী এবং সমগ্রবাদী বা গোষ্ঠীবাদী চিন্তাধারার মধ্যে বোঝাপড়া আছে। মূলত এটি হল ব্যক্তিবাদী যখন তারা সামাজিক কাজের জন্য ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থের ওপর জোড় দেয়, তখন তা ফ্রেজার ও স্পেনসারের ব্যক্তিবাদের নিকটে, এবং হোমান্সের স্থির ব্যবহারবাদী (Conditioned behavioural) ব্যক্তিবাদ থেকে দূরে সরে যায়।আসতো হটকে

ব্লাও এবং হোমান্স উভয়েরেই পরিকল্পনা অনুসারে ব্যক্তি লাভপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সামাজিক বিনিময় সম্পর্ক প্রস্তুত করে। যেখানে ব্লাও-এর সামাজিক বিনিময়ের মডেল অর্থনৈতিক মানুষের ব্যবহার সেখানে হোমান্সের মডেল অর্থনৈতিক পায়রার ব্যবহার।

ব্লাও সাংকেতিক অন্তক্রিয়াবাদ, কার্যবাদ এবং সংঘর্ষ তত্বকে একটি যুক্তিযুক্ত কাঠামোয় বাধতে প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন সে, সামাজিক একতা এবং সংগঠনকে জন্ম দেয় যে সকল উপাদান এবং ব্যক্তির দ্বারা তার আত্মস্বীকরণ কিভাবে হয়, এর উল্লেখও ব্লাও গুরুত্বপূর্ণ ভাবে করেছেন। ব্লাও সমাজে সংঘাত-এর উৎস এবং পরিবর্তনের শক্তিরও উল্লেখ করেছেন, ব্রাও সমাজে ক্ষমতা এবং শক্তির কাঠামো এবং সামাজিক মূল্যবোধ এবং মানদন্ডের বিশ্লেষণও প্রশংসনীয়ভাবে করেছেন।

ব্লাও-এর তত্ব এইভাবে সমালোচিত হয়ে থাকে যে-

1. এতে সমাজশাস্ত্রীয় ধারণার ভাণ্ডার থাকলেও তা স্পষ্ট এবং বিস্তৃত নয়।

2. এতে অনেক তত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

3. ব্লাও-এর সামাজিক বিনিময়ের ধারণা খুবই শিথিল। এম. জে. মুল্কের মতে, ব্লাও হোমান্সের থেকে তত্বগত পরীক্ষা হেতু অধিক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তার প্রভাবশালী হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

4. ব্লাও-এর উদ্দেশ্য জটিল কাঠামোকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা, কিন্তু তিনি বিনিময় ও ক্ষমতাকে কেবল উপ-পরিকল্পনারূপেই প্রকাশ করতে পেরেছেন।